পঞ্চম অধ্যায়

দূর হতে আহবান করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওর ঃ

کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اسکو خبر ہوگئ (شرك وكفر ہے *

অর্থঃ "কাউকে দূর থেকে আহবান করা এবং তিনি অবগত হয়েছেন বলে বিশ্বাস করা কুফর ও শিরক" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ভুল খন্ডন ও সংশোধন ঃ

এত সংক্ষেপ করার কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখোলিভাবেই তো লিখে দিতে পারতেন যে, আউলিয়ায়ে কেরামকে ডাকা, ইয়া আলী অথবা ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলে ডাকা অথবা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে নবী করিম (দঃ) কে সম্বোধন করা কুফর ও শিরক? যেমন অন্যান্য ওহাবী আলেমগণ পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামাগণ তা খন্ডন করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেনঃ "আউলিয়ায়ে কেরামকে ডাকা, ইয়া আলী, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী, ইয়া রাসুলাল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাকা- শিরক ও কুফর তো দূরের কথা, হারাম ও গুনাহ্‌ও নহে। নিঃশন্দেহে ঐরূপ বলা যায়েজ। বিভিন্ন হাদীস ও উলামায়ে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী ঐরূপ ডাকার প্রমাণ বিদ্যমান। প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

হাদীসঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا وَاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ هُنَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَايَرَاهُمْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْ وَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ *

অর্থ ঃ "যখন তোমাদের কারও কোন জিনিস হারিয়ে যায় এবং সে এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে কোন সাহায্যকারী ও সহযোগী না থাকে অথচ সাহায্যের

www.sunnibarta.com

প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে যেন একথা বলে ডাকেঃ হে আল্লাহর (গোপন) বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন! হে আল্লাহর (গোপন) বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন! কেননা, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন- যাঁকে সে দেখেনা।" (তাবরানী-হযরত উৎবা ইবনে গাজওয়ান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত)। সে গোপন বান্দা হচ্ছেন রিজালুল গায়ব বা গোপন অলী। তিনি হারানো বস্তু প্রাপ্তিতে সাহায্য করে থাকেন।

২নং দলীলঃ

হাদীসঃ অন্য বর্ণনামতে নবী করিম (দঃ) বলেছেন ঃ "যখন কারও কোন পশু জঙ্গলে বা বিরান ভূমিতে হারিয়ে যায়, তখন সে যেন এ কথা বলে সাহায্য চায় ঃ হে আল্লাহর গোপন বান্দাগণ! উহাকে আটক করুন! হে আল্লাহর গোপন বান্দাগণ! উহাকে আটকিয়ে রাখুন!" আল্লাহর বান্দাগণ উহাকে আটক করে দেবেন। (ইবনুস সুন্নী-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সূত্রে)।

দেখুন! স্বয়ং নবী করিম (দঃ) অলীগণকে ডাকার জন্য তালীম দিচ্ছেন এবং সাহায্য প্রার্থনার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এও বলে দিচ্ছেন যে, এ ডাক ঐ গোপন বান্দা শুনেন এবং সাহায্য করেন। অথচ বেহেস্তী জেওরের মতে উহা শিরক ও কুফর? (রাসুল (দঃ) কি শিরক শিক্ষা দিতে পারেন? কখনই নয়-অনুবাদক)।

৩নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

সৈয়দ জামাল মক্কী কুদ্দিছা ছিররুহু নিজ ফতোয়া গ্রন্থে লিখেনঃ

"سُئِلْتُ عَمَّنْ يَقُوْلُ فِى الشَّدَائِدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ يَا عَلِىُّ اَوْ يَاشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ مَثَلاً هَلْ هُوَ جَائِزٌ شَرْعًا اَمْ لَا؟ - فَاَجَبْتُ نَعَمْ اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالْاَوْلِيَاءِ وَنِدَاءُهُمْ وَالتَّوَسُّلُ بِهِمْ اَمْرٌ مَّشْرُوْعٌ وَشَئٌ مَّرْغُوْبٌ لَايُنْكِرُهُ اِلَّا مُكَابِرٌ اَوْ مُعَانِدٌ وَقَدْ حَرُمَ بَرَكَةَ الْاَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ الخ" *

অর্থ ঃ "আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে- কেউ বিপদে পড়ে সাহায্যার্থে ইয়া রাসুলাল্লাহ অথবা ইয়া আলী অথবা ইয়া শেখ আবদুল কাদের অথবা অনুরূপ নাম ধরে কাউকে ডাকা শরীয়ত মতে যায়েজ আছে কিনা? আমি (জামাল মক্কী) জবাবে ফতোয়া দিয়েছিঃ হাঁ! যায়েজ আছে। আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁদেরকে ডাক দেয়া, তাঁদের উছিলা ধরে আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া- শুধু শরীয়ত সম্মত কাজই নয়;

www.sunnibarta.com

বরং উত্তম কাজ। কোন অহঙ্কারী বা হিংসাকারী ব্যতিত কেউ এটাকে অস্বীকার করেনা। সে অবশ্যই আউলিয়ায়ে কেরামের বরকত লাভে বঞ্চিত।" (ফতোয়ায়ে সাইয়েদ জামাল মককী)

৪নং দলীলঃ ফতোয়া

ইমাম সিহাব রমলী (রহঃ) নিজ ফতোয়া গ্রন্থে লিখেনঃ

سُئِلَ بِمَا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَاشَيْخُ فُلَانُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِنَ الْاِسْتِغَاثَةِ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَهَلْ لِلْمَشَايِخِ اغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ اَمْ لَا * فَاَجَابَ اَنَّ الْاِسْتِغَاثَةَ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ جَائِزَةٌ وَلِلْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ الخ

অর্থ ঃ "শেখ সিহাব রমলী (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিপদ আপদকালে তারা- "হে অমুক শেখ" বলে এবং বুজুর্গ লোকদেরকে নাম নিয়ে ডাকে এবং নবী, রাসুল ও নেককার বান্দাদের নিকট ফরিয়াদ পেশ করে থাকে। শরীয়ত মোতাবেক এ কাজ যায়েজ আছে কিনা? অলী আল্লাহগণ ইনতিকালের পরেও সাহায্য করতে পারেন কিনা? এর উত্তরে ইমাম শেখ শিহাব রমলী বলেনঃ "নিশ্চয়ই নবী, রাসুল, অলী- আল্লাহ ও নেককার বান্দাদের নিকট তাঁদের ইনতিকালের পরেও ফরিয়াদ করা যায়েজ এবং ইনতিকালের পরেও তাঁরা সাহায্য করতে পারেন।"

৫নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

আল্লামা খাইরুদ্দিন রমলী (রহঃ) ফতোয়ায়ে রমলীতে বলেনঃ

"قَوْلُهُمْ يَاشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ نِدَاءٌ * فَمَا الْمُوْجِبُ بِحُرْمَتِهِ *

অর্থ ঃ "ইয়া শেখ আবদুল কাদের-বলার অর্থ হচ্ছে তাঁকে ডাকা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা। ইহা হারাম হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?"

৬নং দলীলঃ ফতোয়াঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)-এর লিখিত আল-ইন্‌তিবাহ্ ফি সালাসিলে আউলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

www.sunnibarta.com

"শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব এবং তাঁর ওস্তাদ ও মাশায়েখগণ সর্বদা আপন আপন মুরিদ ও অন্যান্যভাবে উপকৃতদেরকে জাওয়াহিরে খামছা ও দোয়ায়ে সাহফী পাঠ করার অনুমতি প্রদান করতেন। ঐ সব অজিফার মধ্যে "নাদে আলী" নামক মশ্‌হুর অজিফাটি অন্যতম। উক্ত গ্রন্থে "নাদে আলী" অজিফা পাঠের নিয়ম এরূপ বলা হয়েছে ঃ সাত বার অথবা তিনবার অথবা একবার পাঠ করবে। অজিফাটি নিম্নরূপঃ

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ * تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِى النَّوَائِبِ
كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ سَيَنْجَلِىْ * بِوِلَايَتِكَ يَاعَلِىُّ يَا عَلِىُّ يَاعَلِىُّ *

অর্থ ঃ "মুশ্‌কিল কুশা মাওলা আলী (কঃ) কে আহবান করো। তিনি অনেক রহস্যের প্রকাশস্থল। তুমি বিপদে-আপদে তাঁকে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে। তুমি বলো- হে আলী! হে আলী! হে আলী! সর্ব প্রকার পেরেশানী ও চিন্তা আপনার বেলায়েতী শক্তিতে দূর হয়ে যাবে।"

থানবী সাহেবের মতে এবং অন্যান্য ওহাবী সম্প্রদায়ের মতে উক্ত অজিফা আদায়কারী কাফির ও মুশরিক। কেননা দূর হতে হযরত আলী (কঃ) কে তিনবার আহবান করা হয়েছে। কিন্তু পাক ভারতের বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব নিজ মুরিদদেরকে উক্ত অজিফা সাতবার, তিনবার অথবা একবার পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে থানবী সাহেবদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। আকাশের ঠাডা (বজ্র) যেন থানবী সাহেবের মাথায় এসে পড়েছে।

www.sunnibarta.com

৭নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

শেখ নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাত্‌নুফী (রহঃ) বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থে হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর বাণী এরূপে লিখেছেনঃ

"مَنْ نَادَ بِاسْمِىْ فِى شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارِ)

অর্থ ঃ বিপদে পড়ে কেউ যদি আমার নাম ধরে ডাকে, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলে সম্বোধন করে, তাহলে তার ঐ বিপদ দূর হয়ে যাবে। আরেক অর্থে - আমি তার বিপদ দূর করে দেবো।" (উক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হলো-হুজুর গাউসে পাক (রাঃ) দূরের ডাক শোনেন এবং সাহায্য করেন-অনুবাদক)।

৮নং দলীলঃ ঘটনাঃ

বিখ্যাত অলী হযরত মুহাম্মদ গামারী (রহঃ)-এর জনৈক মুরিদ বাজারে গমনকালে পা পিছলিয়ে পড়ে যান। তিনি হঠাৎ করে বলে উঠেনঃ

يَاسَيِّدِىْ مُحَمَّدُ يَاغَمَرِىْ

www.sunnibarta.com

-ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া গামারী! ঐ পথেই ইব্‌নে আমর নামক জনৈক ব্যক্তিকে হাকিমের নির্দেশে গ্রেফতার করে জেলখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উক্ত কয়েদী তাকে জিজ্ঞাসা করলো- মুহাম্মদ গামারী -কে ইনি? উক্ত মুরীদ বললেন–ইনি আমার পীর। একথা শুনে কয়েদী ব্যক্তি বলে উঠ্‌লোঃ

يَاسَيِّدِىْ مُحَمَّدُ يَاغَمَرِىْ لَاحِظْنِىْ

অর্থাৎ হে সাইয়েদ মুহাম্মদ গামারী, আপনি আমার প্রতিও কৃপা দৃষ্টি করুন। একথা বলতে না বলতেই সাইয়েদ মুহাম্মদ গামারী (রহঃ) উক্ত কয়েদীর সামনে হাজির হলেন। বাদ্‌শাহ এবং তার পুলিশ বাহিনীর জীবনাশংকা দেখা দিল। তারা উক্ত কয়েদীকে উল্টা উপঢৌকন দিয়ে ছেড়ে দিলেন। (বাহ্‌জাতুল আস্‌রার)

৯নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

বিখ্যাত অলী হযরত মুসা ইবনে ইমরান (রহঃ) সম্পর্কে উক্ত বাহ্‌জাতুল আস্‌রার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছেঃ

"كَانَ اِذَا نَادَاهُ مُرِيْدُهُ اَجَابَهُ مِنْ مَّسِيْرَةِ سَنَةٍ وَاَكْثَرَ*

অর্থঃ "যখন তাঁর (মুসা) কোন মুরিদ তাঁকে সম্বোধন করে ডাক দিতেন, তখন তিনি এক বৎসরের দূরের রাস্তা অথবা তার চেয়েও বেশী দূরত্ব থেকে তাঁর মুরিদকে জওয়াব দিতেন।" (সুবহানাল্লাহ! এত দূরত্ব থেকেও আল্লাহর অলীগণ শুনেন ও জওয়াব দেন)

১০নং দলীলঃ

www.sunnibarta.com

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভী (রহঃ)এর বোস্তানুল মোহাদ্দেসীন গ্রন্থে আছেঃ

"হযরত আহমদ রাজুক্ব (রহঃ) বলেনঃ আমি আপন মুরিদগণের পেরেশানী দূর করি- যখন তারা যুগের চক্রান্তে পড়ে যায়। যদি তুমি বিপদে বা কঠিন অবস্থায় পতিত হও, তাহলে বলবেঃ

"نَادِبِهِ يَارَزُوْقُ آتِ بِسُرْعَتِهِ *

অর্থঃ "হে রাজুক্ব -বলে তুমি আহবান করবে। আমি তৎক্ষনাৎ এসে হাজির হবো।"

১১নং দলীলঃ বর্ণনাঃ

আল্লামা শামী রদ্দুল মোহ্‌তার গ্রন্থে লিখেনঃ

"যার কোন জিনিস হারিয়ে যায়, সে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হযরত আহমদ ইবনে উল্‌ওয়ান (রহঃ) এর নামে ফাতেহা পাঠ করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে এভাবে ডাক দিবেঃ

يَاسَيِّدِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُلْوَانَ *

ইয়া সাইয়েদী আহমদ ইবনে উলওয়ান।

www.sunnibarta.com

১২নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"হযরত সামসুদ্দিন মুহাম্মদ হান্‌ফী (রহঃ)-এর এক মুরিদকে এক চোর হত্যা করার ইচ্ছা করলো। মুরিদ তৎক্ষনাৎ 'ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া হান্‌ফী' বলে নিজ পীরকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। হঠাৎ একটি কোদাল বা শাবল এসে উক্ত চোরের বুকে আঘাত করলো। চোর শাবলের আঘাতে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং উক্ত মুরিদ সহি সালামতে বাড়ী ফিরলেন।"

১৩নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"উপরোক্ত অলী হযরত সামসুদ্দিন মুহাম্মদ হান্‌ফী (রহঃ)-এর স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হলেন। নেক বিবি এক বিখ্যাত অলী হযরত সাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ)-এর নাম স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে এভাবে ডাক দিলেনঃ

يَاسَيِّدِىْ اَحْمَدُ بَدَوِىٌّ خَاطِرُكَ مَعِىْ *

অর্থঃ "হে সাইয়েদ আহমদ বাদাভী! আপনার অন্তর (দৃষ্টি) আমার প্রতি হোক।"

একদিন উক্ত বিবি স্বপ্নে দেখেন- হযরত সাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ) তাঁকে বলছেনঃ তুমি একজন উঁচু স্তরের অলী আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছো। বড় ধরনের অলীদের আশ্রয়ে যারা থাকেন, আমরা তাদের ডাকে সাড়া দেইনা। তুমি তোমার স্বামী হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ হান্‌ফীর নাম ধরে সাহায্য প্রার্থনা করো। তা হলে তোমার রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে। এস্বপ্ন দেখে বিবি 'ইয়া সাইয়েদী মুহাম্মদ ইয়া হান্‌ফী' বলে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখেন- তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গেছে।"

১৪নং দলীলঃ ঘটনাঃ

"হযরত মাদ্‌ইয়ান ইব্‌নে আহমদ (রহঃ)-এর জনৈক মুরিদের মেয়েকে এক বদমাইশ লোক জনমানবহীন জায়গায় ঘেরাও করলো। পিতার পীরের নাম মেয়েটির জানা ছিল। তাই সে এভাবে পীরকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলঃ

يَاشَيْخُ اَبِىْ لَاحِظْنِىْ

অর্থঃ "হে আমার পিতার পীর! আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন"। একথা বলতেই একটি অদৃশ্য শাবল এসে ঐ বদ লোকটির বুকে লাগলো। এতে ঐ মেয়েটির ইজ্জত রক্ষা হলো"। (বাহ্‌জাতুল আস্‌রার)।

মোট কথাঃ আউলিয়ায়ে কোরামকে উদ্দেশ্য করে সাহায্যার্থে ডাকা প্রতি যুগেই প্রচলিত ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। খোদার নবীর অভিশপ্ত ওহাবী সম্প্রদায় শত ইচ্ছা করলেও তা রোধ করতে পারবেনা। -তারা একাজকে হারাম বলুক আর কুফর ও

www.sunnibarta.com

শিরকই বলুক না কেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসুল মকবুল (দঃ)-এর উম্মতের যদি এই শান ও মর্য্যাদা হয়, তাহলে নবী করিম (দঃ)-এর শান ও মান কত উচ্চ হবে- তা কল্পনাতীত ব্যাপার। অলী আল্লাহগণকে উদ্দেশ্য করে ডাক দেয়া যদি যায়েজ হয়, তাহলে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে হুজুরকে সম্বোধন করার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠ্‌তে পারেনা। বরং নবী করিম (দঃ) স্বয়ং তাঁকে সম্বোধন করার শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যথা ঃ

১৫নং দলীলঃ হাদীসঃ

ইমাম তিরমিজি, নাসায়ী, ইব্‌নে মাজা, হাকিম প্রমুখাত প্রথম সারির মোহাদ্দেসীন কেরাম হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক অন্ধ সাহাবীকে তিনি নামাজের পর নিম্নোক্ত দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ * يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِىْ * اَللّٰهُمَّ تَشَفَّعْهُ فِىَّ "

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর তোমার প্রিয় নবীর উছিলা ধরে তোমার দিকে মুখ করছি-যিনি রহমতের নবী।। হে মুহাম্মদ রাসুল (দঃ)! আমি আপনাকে মাধ্যম করে আমার প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাচ্ছি- আমার এই হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্য। হে আল্লাহ! আমার ক্ষেত্রে তোমার প্রিয় হাবীবের সুপারিশ কবুল করো।"

(উক্ত হাদীসে রাসুল করিম (দঃ) কে সম্বোধন করার উল্লেখ আছে। হুজুর (দঃ) এর ইনতিকালের পরেও সাহাবাগণ তা আমল করতেন এবং অদ্যাবধি তা চালু আছে।)

১৬নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

তিবরানী শরীফে হুজুর (দঃ)-এর ইনতিকালের পর উপরোক্ত দোয়া পাঠের প্রমাণঃ

অনুবাদঃ "হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) জনৈক অভাবী লোক তার খেদমতে আসা যাওয়া করতো। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর দিকে মনোযোগ দিতেন না এবং তাঁর অভাবও পূরণ করতেন না। ঐ ব্যক্তি অন্য এক সাহাবী হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ)-এর নিকট এ ব্যাপারটি জানালেন। হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) ঐ লোকটিকে ১৫ নম্বরে বর্ণিত দোয়াটি মসজিদে গিয়ে দু'রাক্‌আত নফল নামাজ আদায়ান্তে পাঠ করতে বললেন। তিনি তাই করলেন এবং রাসুল করিম (দঃ) কে সম্বোধন করে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজ অভাবের কথা পেশ করলেন। এরপর দরবারে খেলাফতে হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন।

www.sunnibarta.com

দারোয়ান এসে তাঁকে হাত ধরে সম্মানের সাথে হযরত ওসমান (রাঃ)এর দরবারে নিয়ে গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এবার তাঁকে সসম্মানে নিজ পার্শ্বে বসালেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঘটনা শুনলেন। ঘটনা শুনে তৎক্ষনাৎ তাঁর অভাব পূরণ করে দিলেন। তিনি এও বললেন, এতদিন পর তুমি আমাকে অভাবের কথা জানালে। যখনই কোন প্রয়োজন হয়- তৎক্ষনাৎ এসে আমাকে জানাইও।" সুব্‌হানাল্লাহ! হুজুর (দঃ)-এর ইনতিকালের পরেও তাঁকে উদ্দেশ্য করে সাহায্য চাইলে এভাবেই গায়েবী মদদ হয়ে থাকে।

১৭নং দলীলঃ রেওয়াত ও ঘটনাঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর "আদব" গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্‌নুস সুন্নী তাঁর গ্রন্থ "আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাতি" -তে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর পা অবশ (প্যারালইসিস) হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে কেউ বললেনঃ আপনার অতি প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)কে স্মরণ করলেন এবং يَامُحَمَّدَاهْ -ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে হুজুর (দঃ)কে উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন। সাথে সাথে তাঁর অবশ পা সুস্থ হয়ে গেল।"

১৮নং দলীলঃ দ্বিতীয় ঘটনাঃ

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নবভী (রহঃ) "কিতাবুল আজকার" নামক গ্রন্থে অনুরূপ আর একটি ঘটনা লিখেছেনঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তিনি يَامُحَمَّدَاهْ ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে হুজুর (দঃ) কে উদ্দেশ্য করে ডাক দেন। সাথে সাথে তাঁর রোগ ভাল হয়ে যায়।"

www.sunnibarta.com

১৯নং দলীলঃ

মদিনাবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকেই يَامُحَمَّدَاهْ শ্লোগান দেয়ার প্রথা চালু করেছেন। প্রমাণস্বরূপ আল্লামা ইবনে কাসিরের (৭৭৪ হিঃ) বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" ৬ষ্ঠ খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠায় ইয়ামামার যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ "ত্রিশ হাজার সাহাবী নিয়ে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ১১ হিজরীতে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নির্দেশে ইসলাম ত্যাগী নবুয়্যতের ভন্ড দাবীদার মুরতাদ মোসায়লামা কাজজাব-এর বিরুদ্ধে জোহাদের সময় সমস্বরে يَامُحَمَّدَاهْ বলে না'রা দিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসিরের এবারত নিম্নরূপঃ

فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَنَا ابْنُ الْوَلِيْدِ الْعُوْدُ اَنَا ابْنُ زَيْدٍ وَعَامِرٍ ثُمَّ نَادَى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَامُحَمَّدَاهْ " (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٦ صفه ٣٢٣)

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "হযরত খালেদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেনঃ আমি ওয়ালিদের পুত্র খালেদ! আমি যায়েদ ও আমেরের বংশধর। একথা বলেই তিনি মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন দ্বারা শ্লোগান তোলেন। ঐ যামানায় (১১ হিজরী) মুসলমানদের বিশেষ ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন ছিল يَامُحَمَّدَاهْ বলে না'রা লাগানো।" – (আল্লামা ইবনে কাসিরের– বেদায়া ও নেহায়া ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৩)।

ইবনে কাসিরের এই বর্ণনাটি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওহাবী সম্প্রদায়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব। তারা বলেঃ নারায়ে রিসালাত-ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা শিরক ও হারাম। অথচ আল্লামা ইবনে কাসির প্রমাণ করলেন- ১১ হিজরীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগেই উক্ত শ্লোগান মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সাহাবাগণের আমলকে হারাম বা না যায়েজ বলা গোমরাহী ও কুফরীর শামিল। বিশেষ করে ত্রিশ হাজার সাহাবীর সম্মিলিত আমলকে এন্‌কার করা জঘন্য অপরাধ হিসাবে গণ্য– (অনুবাদক)। না'রায়ে রিসালাত পন্থী মুসলমানগণ এই দলীলটি খুব মনোযোগ দিয়ে শিখে নেবেন। ইয়া মুহাম্মাদাহ, ইয়া রাসুলাল্লাহ একই অর্থবহ।

২০নং দলীলঃ রেওয়ায়াতঃ

আল্লামা খাফাজী (রহঃ)-এর "নাসিমুর রিয়াজ" গ্রন্থে আছেঃ

هٰذَا مِمَّا تَعَاهِدُهُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

অর্থঃ "ইয়া মুহাম্মাদাহ! ইয়া রাসুলাল্লাহ- বলে নবী করিম (দঃ) কে ডাকা মদিনাবাসীগণের অভ্যাস ও প্রতীক চিহ্ন হিসাবে গণ্য হতো।"

www.sunnibarta.com

সার কথাঃ

নবী করিম (দঃ)-এর হাদীসের দ্বারা তাঁকে 'ইয়া মুহাম্মদ (দঃ) বলে সম্বোধন করা, তাঁর ইনতিকালের পর হযরত ওসমান এবনে হানিফ (রাঃ) কর্তৃক অন্য একজনকে উক্ত দোয়া আমল করানো, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক 'ইয়া মুহাম্মদাহ' বলে সাহায্য প্রার্থনা করা, ত্রিশ হাজার সাহাবী নিয়ে হযরত খালেদ বিদেশের মাটি থেকে 'ইয়া মুহাম্মাদাহ বলে সাহায্য চাওয়া, অন্যান্য বর্ণনা মোতাবেক অলীগণকে দূর থেকে আহবান করা -ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার ভাবে ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী বলা যায়েজ ও উত্তম বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও ওহাবী সম্প্রদায় কিভাবে এটাকে শিরক ও কুফর বলছে? যেমন বেহেস্তী জেওর। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে "আসসালামু আলাইকা আইউহান্ নাবীউ" বলে সম্বোধন করা বৈধ হল কিভাবে? বেহেস্তী জেওরের প্রণেতাকে এর জবাব দিতে হবে।

www.sunnibarta.com

BJS BANGLADESH JUBOSENA

২১নং দলীলঃ

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন হাসান সাঞ্জারী (রহঃ) বলেনঃ

" كبعهٔ دل قبلهٔ جان يارسول الله توئى – سجدهٔ مسكين حسن ہر لحظه باداسوے تو" (البصائر للعلام حمد الله الداجوى)

অর্থঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমার অন্তরের কা'বা এবং প্রাণের ক্বেব্‌লা। মিস্‌কিন হাসান সর্বদা আপনার দিকেই মনকে সেজদানত রাখে।" – (আল-বাসায়ের)। পৃষ্ঠা-৭৭

২২নং দলীলঃ

আশ্‌রাফ আলী থানবী সাহেবের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মককী বলেনঃ

"خيال ما سوادل سے مٹادو يارسول الله– حجاب ظلمت بشرى اٹھا دو يارسول الله"

অর্থঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমার অন্তরের মধ্য হতে অন্যের খেয়াল দূর করে দিন! ইয়া রাসুলাল্লাহ! মানবীয় অন্ধকারের পর্দাটি আপনি অপসারণ করে দিন।" (ইমদাদুল মোস্তাক)।

www.sunnibarta.com

সুব্‌হানাল্লাহ্‌! খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) আজমীর শরীফ থেকে নবীজীকে সম্বোধন করে নিবেদন করছেন। আর থানবী সাহেবের পীর কেবলা হিন্দুস্তান থেকে নবীজীকে শুধু ডাকই দেননি; বরং এমন জিনিসের প্রার্থনা করছেন যা খোদার ক্ষমতার এখ্‌তিয়ারভুক্ত। থানবী সাহেব নিজ পীর সম্বন্ধে কি বলবেন?

২৩নং দলীলঃ

৬১ হিজরী সনে দামেস্কে এজিদের বন্দীশালায় আবদ্ধ ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) কর্তৃক ইয়া রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন - বলে নবীজীর কাছে সাহায্য প্রার্থনাঃ

"يَارَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ + مَحْبُوْسُ اَيْدِى الظَّالِمِيْنَ فِىْ مَوْكَبٍ وَّمُزْدَحَمٍ*

অর্থঃ "হে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (দঃ)! আপনি অধম জয়নুল আবেদীনকে সাহায্য করে উদ্ধার করুন। কেননা আমি জালেমদের হাতে বন্দী রয়েছি এবং অতি দুঃখ-কষ্ট আর সংকীর্ণতার মধ্যে বসবাস করছি।" (আল-বাসায়ের পৃষ্ঠা ৩৭)।

মন্তব্য ঃ কোথায় মদিনা মোনাওয়ারা আর কোথায় দামেস্কে এজিদের বন্দীশালা! হুজুরের ইনতিকালের ৫০ বৎসর পর দামেস্ক হতে হুজুর (দঃ)-এরই বংশধর ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রাঃ) উক্ত ফরিয়াদ। থানবী সাহেবের ফতোয়া মতে ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) কি হয়ে যাচ্ছেন? (নাউজুবিল্লাহ!) নবীবংশের ইমামগণের কথা ও কাজ হচ্ছে ইসলামের দলীল। এর বিরূদ্ধাচারণ হচ্ছে ইয়াজিদী কাজ! আল্লাহ আমাদেরকে নবী বংশের শত্রু থেকে পানাহ্‌ দিন এবং তাদের প্রতারণামূলক ধোকাবাজি থেকে সতর্ক রাখুন! আমীন!

(বিঃ দ্রঃ পাঠকের সহজে হৃদয়গ্রাহী হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০,২১,২২ ও ২৩ নং দলীল চারখানা অনুবাদকের নিজস্ব সংগ্রহ)।

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com